যেমনটি দেখেছি কাদের ভাইকে

গোলাপ মুনীর

কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল কাদের আমাদের সবাইকে ছেড়ে না ফেরার জগতে চলে গেছেন আজ থেকে ১৭ বছর আগে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন এই কিছুদিন আগেও আমি কমপিউটার জগৎ অফিসে তার সাথে বসে লেখাজোখা নিয়ে আলাপ করেছি। সে স্মৃতি আজো জায়মান, যা মনের অজান্তেই মাঝেমধ্যে আমাকে তাড়িত করে। কমপিউটার জগৎ অফিসে এলে কাদের ভাই সাধারণত নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষীয় চেয়ারে না বসে বসতেন অতিথিদের জন্য রাখা সাধারণ চেয়ারে, যদিও তিনি ছিলেন এর কর্ণধার। স্বল্প সময়ে প্রয়োজনীয় কথা সেরে চলে যেতেন। তবে সবার কাজের প্রতি ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর, যা ছিল তার প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচায়ক। স্বল্পভাষী কাদের ভাই কথা বলতেন নিচু স্বরে, মার্জিত শব্দ প্রয়োগে; ছোট-বড় সবার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল থেকে। এর বিনিময়ে তিনি নিজের করে নিতেন তার জন্য অপরের শ্রদ্ধা।

তার জীবদ্দশায়ই আমাকে কমপিউটার জগৎ-এর সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হয় তারই আগ্রহের সূত্র ধরে। এ দায়িত্ব নেয়ায় আমার কিছুটা আপত্তি ছিল, কারণ তখন আমি ছিলাম একটি জাতীয় দৈনিকের সহকারী সম্পাদক। তাই আমার শঙ্কা ছিল, প্রয়োজনীয় সময় দেয়া হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবুও কাদের ভাই বললেন, যতটুকু পারেন ততটুকু সময় দিলেই চলবে। আর এভাবেই কমপিউটার জগৎ-এর সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমার সংশ্লিষ্ট হওয়া।

সম্পাদকের দায়িত্ব নেয়ারও আগে সম্ভবত ১৯৮৯ সালের দিকে আমি একটি লেখা পাঠাই কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশের জন্য। লেখাটি যথারীতি ছাপা হয়। এরপর কমপিউটার জগৎ-এর মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু আমাকে জানান, কাদের ভাই আমার সাথে কথা বলতে চান। আমাকে তার আজিমপুরের অফিসে যেতে হবে। সেখানে গেলাম। প্রথমেই তিনি বললেন, 'আপনার লেখাটি কমপিউটার জগৎ-এ ছাপা হওয়াটা একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। কারণ, এভাবে কেউ লেখা পাঠালে আমরা ছাপি না। আমাদের এখানে লেখা ছাপতে হলে আগে আমাদের সাথে বিষয়বস্তু নিয়ে আলাপ করে নিতে হয়। এই নিয়ম ভেঙে আপনার লেখাটি ছেপেছি দুটি কারণে। প্রথমত, লেখাটি ভালো লেগেছে। দ্বিতীয়ত, আপনার সাথে একটা যোগাযোগ গড়ার জন্য। আমি চাই আপনি আমাদের আগামী সংখ্যার কভার স্টোরি লিখবেন। বিষয় : 'সফটওয়্যার গ্লিচিং'। আমি বললাম, এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তিনি জানালেন, আমি ব্রিফিং দেব। আর ইন্টারনেট ঘেঁটে আপনি সব তথ্য পেয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত পরের সংখ্যায় আমার লেখা এই কভার স্টোরি ছাপা হলো। মনে হলো, তার ভালো লেগেছে। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। তবে সময়ের সাথে সাথে সম্পাদকীয় লেখা ও অন্যান্য লেখা সম্পাদনার কাজও আমাকে দিয়ে করাতে লাগলেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, তিনি আমাকে দিয়ে কিংবা অন্য কাউকে দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর কোনো কাজ করালে তার জন্য উপযুক্ত সম্মানী দিতেন। সে কাজ যত ছোটই হোক

অধ্যাপক মো. আবদুল কাদের

না কেন। এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্মানীটা তার কাছে পৌঁছাতেন। কমপিউটার জগৎ-এর লেখকমাত্রই এ বিষয়টি জানেন। আমরা আজো তার এই অনুশীলনটি জারি রেখেছি। সে যাই হোক, এর অল্প কিছুদিন পরেই বললেন আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে। এভাবে আমি হয়ে গেলাম কমপিউটার জগৎ-এর পরিবারের একজন।

সে যাই হোক, অল্প কয় বছরে যে কাদের ভাইকে আমি দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে– তিনি ছিলেন এক সম্পূর্ণ মানুষ। একজন সম্পূর্ণ মানুষ আমরা তাকেই বলি, যিনি তার অবস্থান থেকে জীবনে তার ওপর আরোপিত সব দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে যেতে পারেন। যেহেতু তিনি একটি পরিবারের, একটি সমাজের ও সেই সাথে একটি দেশের একজন, তাই তাকে পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেই হয়ে উঠতে হয় একজন সম্পূর্ণ মানুষ। পরিবার, সমাজ ও দেশের সবার প্রতি আছে তার দায়িত্ব পালনের ভার। এসব দায়িত্ব পালনে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন ও সেই সাথে নির্মোহ। এর বিনিময়ে কারও কাছ থেকে তিনি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা কখনই করেননি। সে কারণেই তার আরেক পরিচয় ছিল 'নির্মোহ প্রচারবিমুখ এক মানুষ'। তিনি তার নিজের পরিবার ও ভাইদের ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত করাসহ ও তার এলাকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা উন্নয়নে যে সুপরিকল্পিত ও অসমান্তরাল অবদান রেখে গেছেন, তা আমরা শুধু জানতে পারি তার মৃত্যুর পর।

কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার বিষয়টি ছিল তার জাতীয় দায়িত্ব পালনের একটি অংশ। তার পড়াশোনা মৃত্তিকা বিজ্ঞানে। কর্মজীবনে ছিলেন কলেজের শিক্ষক। ডেপুটেশনে তার দীর্ঘদিন কাটে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের উচ্চতর পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে। সরকারি পদে কর্মরত থাকা অবস্থায়ই ১৯৯১ সালের মে মাসে প্রকাশনার সূচনা করেন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর। এ প্রকাশনা উদ্যোগের পেছনে মুখ্য কারণ ছিল– তিনি যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, গরিব বলে পরিচিত সম্পদের অভাবের দেশ বাংলাদেশকে

৫ জানুয়ারি ১৯৯৬। কমপিউটার জগৎ-এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ আয়োজন করা হয়। ছবিতে ইন্টারনেট সপ্তাহের প্রথম দিনের আলোচনা সভায় উপস্থিত (বা থেকে) অধ্যাপক মো. আবদুল কাদের, অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীন এবং অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান।

সমৃদ্ধির সোপানে পৌঁছাতে চাইলে মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রসার। আর এ সম্পর্কে জাতীয়ভাবে আমাদের সচেতনতার মাত্রা শূন্যের কোটায়। তথ্যপ্রযুক্তির কাঙ্ক্ষিত প্রসার ঘটাতে চাই জনগণের হাতে কমপিউটার যন্ত্র। তাই তিনি কমপিউটার জগৎ-কেন্দ্রিক লেখালেখি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সূচনা করেছিলেন আমাদের সুপরিচিত স্লোগান : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন– তৎকালের অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশে প্রযুক্তি-বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি করতে প্রয়োজন উপযুক্ত গণমাধ্যম। কমপিউটারকে বিলাসী পণ্য থেকে জনপণ্যে রূপান্তর করতে এই মায়ের ভাষার গণমাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই দেশে বাংলা ভাষায় তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের লেখক-সাংবাদিকের প্রবল অভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলাই হবে কমপিউটর জগৎ-এর ভাষা। এ জন্য তাকে কমপিউটার জগৎ-কেন্দ্রিক লেখক-সাংবাদিক তৈরির কারখানা খুলে বসতে হয়েছিল।

কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার পেছনে কাজ করেছে তার সহজাত আরেক প্রবৃত্তি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা। ফলে এর আগে স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি তার সম্পাদনায় প্রকাশ করেছিলেন 'টরেটক্কা' নামের একটি বিজ্ঞান পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রকাশনা খুব বেশিদিন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। জানি না, এর পেছনে কী কারণ ছিল। তবে অনুমান করি একজন স্কুলছাত্রের পক্ষে নিজস্ব উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ করা রীতিমতো অসম্ভব বলেই হয়তো পত্রিকাটির অকাল-মৃত্যু হয়েছিল। তা ছাড়া যতটুকু জানি, তিনি ছিলেন এক অভাবী মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অনুমান করি– এর পরেও পত্রিকা প্রকাশ ও স্কুল বয়সেই পত্রিকা সম্পাদনার সাহস দেখানো একমাত্র তার পক্ষেই সাজে। তা ছাড়া বিজ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ ছিল সহজাত। সে জন্যই হয়তো তিনি এ সাহস দেখাতে পেরেছিলেন।

টরেটক্কার অকাল-মৃত্যু নিশ্চয় তার কাছে ছিল একটি বেদনার বিষয়। মনে হয়, সে বেদনাতাড়িত হয়েই সে বেদনার অবসান ঘটাতে ১৯৯১ সালে এসে তিনি নামেন কমপিউটার জগৎ পত্রিকা প্রকাশের কাজে। সে বেদনা তাড়াতে তিনি কতটুকু সফল হয়েছিলেন জানি না, তবে এটুকু জানি– কমিপউটার জগৎ প্রকাশনা ছিল তার জীবনের একটি সফল উদ্যোগ। তিনি কমপিউটার জগৎ-কে একটি পাঠক-প্রিয় পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পেরেছিলেন তার জীবদ্দশায়ই। তার এই পত্রিকাটি বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত একটি তথ্যপ্রযুক্তি পত্রিকা। তা ছাড়া এই পত্রিকাটিকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। এ ব্যাপারে তিনি মনে করতেন, ইতিবাচক সাংবাদিকতার পথ ধরে হেঁটেই সম্ভব একটি পত্রিকাকে জাতীয় মুখপত্রের কাতারে নিয়ে দাঁড় করানো। তিনি বলতেন– সংবাদ, ফিচার ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ তৈরির সময় কারও পক্ষাবলম্বন কিংবা কারও বিরুদ্ধাচরণ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। নেতিবাচক সাংবাদিকতা কারও জন্য উপকার বয়ে আনে না। বিপরীতক্রমে ইতিবাচক সাংবাদিকতাই পারে সবার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে। তা ছাড়া তার একটি বিশেষ ভাবনা ছিল : সাংবাদিকতাকে প্রচলিত অর্গল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হবে। সাংবাদিকতাকে শুধু পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সাংবাদিকতাকে নানাধর্মী সক্রিয়তায় ছড়িয়ে দিতে হবে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। কারণ, একটি পত্রিকাও হতে পারে কোনো আন্দোলনের সফল হাতিয়ার। এই বিশ্বাসনির্ভর কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কমপিউটার জগৎ-কে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ পত্রিকা হিসেবে। এ জন্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশনার বাইরে তাকে আয়োজন করতে হয়েছে কমপিউটার মেলা, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, সংবাদ সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশিবির, কমপিউটার-সম্পর্কিত জনসচেতনতা বাড়ানো ও ভীতি দূর করার প্রচারাভিযান। নানা সুপারিশ নিয়ে যেতে হয়েছে আমলা ও রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। তথ্যপ্রযুক্তির নানা সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে হয়েছে জাতির সামনে। এবং এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য যেতে হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে।

তিনি জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপর স্থান দেয়ায় প্রবল বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই কমপিউটার জগৎ-এর অনেক লেখালেখিতে চালাতে হয়েছে সরকারি নানা ভুল পদক্ষেপের প্রবল সমালোচনা। কমপিউটার জগৎ-এর পাঠকমাত্র তা স্বীকার করবেন। আমরা কমপিউটার জগৎ পরিবার তার অবর্তমানে তার নীতি-দর্শন ও বিশ্বাসকে লালন করি। ভবিষ্যতে তা অব্যাহত রাখায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সর্বোপরি আমার কাছে তিনি একজন ব্যক্তিমাত্র ছিলেন না, তিনি তার কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে কখন যে হয়ে ওঠেন এক ইনস্টিটিউশন, তা তিনি নিজেই জানতেন না। কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশের প্রযুক্তি জগতের সাথে কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছি– তিনি ব্যক্তি থেকে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন এক ইনস্টিটিউশনে। তার এই রূপান্তর এমনি এমনি ঘটেনি। এর পেছনে নিয়ামক হিসেবে ছিল তার নির্মোহ কর্মসাধনা। একটি ইনস্টিটিউশন হিসেবে তিনি কাজ করে গেছেন এক মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে। সে লক্ষ্য ছিল : এ জাতিকে সব মহলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি আর সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছানোর। আর এ জন্য প্রয়োজন ছিল জাতীয় জীবনে একটি সার্বজনীন প্ল্যাটফরম তৈরির। আর এ ক্ষেত্রে তিনি 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-কে গড়ে তুলেন সে ধরনেরই একটি প্ল্যাটফরমে। একই সাথে এক সময় আমরা দেখলাম, কমপিউটার জগৎ আর অধ্যাপক আবদুল কাদের মিলেমিশে একাকার। এই দুই সমান্তরাল সত্তা এক সময় পরিণত হয় এক শঙ্কর-সত্তায়। ফলে কমপিউটার জগৎ-এর নাম উচ্চারিত হলে সেখানে অবধারিতভাবে চলে আসে অধ্যাপক কাদেরের নামটি। উল্টোদিকে অধ্যাপক কাদেরের নামটি উচ্চারিত হলে সেখানে চলে আসে কমপিউটার জগৎ-এর নামটি। সে জন্য বলছি কমপিউটার জগৎ ও অধ্যাপক কাদের এখন যেন এক শঙ্করায়িত ইনস্টিটিউশন কজ

ফিডব্যাক : golapmunir@yahoo.com